নামাযের ধন-ভাণ্ডার

كنوز الصلاة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

كنوز الصلاة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثالثة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

كنوز الصلاة / شعبة توعية الجاليات بالزلفي ١٤٢٦
٨٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ١-٨٧- ٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)

١-الصلاة أ. العنوان

ديوي ٢،٢٥٢ ١٤٢٦/٥٢٠٧

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٥٢٠٧
ردمك : ١-٨٧- ٨٦٤-٩٩٦٠

كنوز الصلاة

নামাযের ধন-ভাণ্ডার

উপস্থাপনা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:

নামায হল ইসলামের রুকনসমূহের দ্বিতীয়তম রুকন এবং তা হল ইসলামের সুমহান খুঁটি। নামাযই পার্থক্য করে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الرُّوم:٣١]

"নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা রূম ৩১) ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য আরো ইমামগণ হুসাইন ইবনে ওয়াক্বিদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা (বুরায়দা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) [رواه أحمد و الترمذي]

"যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (অমুসলিমদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করে, সে নিশ্চয় কুফরী করে।" (আহমদ ৫/৩৪৬, তিরমিযী ২৬২১) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ ও গরীব হাদীস আখ্য দিয়েছেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ২৬২১) নামায আদায় করে

মানুষ তার দ্বীনের সংরক্ষণ করে। যেমন ইমাম মালিক নাফে’-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-তাঁর প্রতিনিধিদেরকে এই নির্দেশ লিখে পাঠান যে, ‘আমার নিকট তোমাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, নামায। যে ব্যক্তি তার হেফাযত করবে এবং যত্ন সহকারে তা আদায় করবে, সে তার দ্বীনের সংরক্ষণ করবে। আর যে তা নষ্ট করবে, সে অন্যান্য জিনিসের আরো অধিক নষ্টকারী হবে।’ (মুআত্তা ইমাম মালেক ১/৫) আর এই নামায হল ইসলামের এমন হাতল, যার পতন ঘটবে সর্ব শেষে। যেমন ইমাম আহমদ, তাবরানী, হাকেম ও অন্যান্য ইমামগণ আব্দুল আযীয ইবনে ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা করছেন, তিনি সুলাইমান ইবনে হাবীব থেকে, তিনি আবূ উমামা-ﷺ-হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ)) [رواه أحمد والطبراني]

“ইসলামের রজ্জুগুলির একটি একটি করে পতন ঘটবে। যখনই কোন একটি রজ্জুর পতন ঘটবেমানুষ তার পরেরটিকে আঁকড়ে ধরবে। সর্ব প্রথম পতন ঘটবে সুবিচারের এবং সর্ব শেষে পতন ঘটবে নামাযের। (আহমদ ৫/২৫১ তাবরানী ৭৪৮৬ হাকেম ৪/৯২ ইবনে হিব্বান ২৫৭) এই হাদীসটি হাসান। ইমাম আহমদ এই হাদীসটিকে নামায ত্যাগকারী কাফের হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আর নামায ত্যাগকারী যে কাফের তার দলীল অনেক। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, নামায ত্যাগকারী কাফের। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর তাঁর ‘তাযীমু ক্বাদরিসসালাত’ নামক কিতাবে, খাল্লাল তাঁর ‘সুন্নাহ’ নামক কিতাবে

ইবনে বাত্তাহ তাঁর 'ইবানা' নামক কিতাবে এবং লালকায়ী তাঁর 'শারহ উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিসসুন্নাহ' নামক কিতাবে ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে ইসহাক) বলেন, আমাদেরকে আবান ইবনে সালেহ মুজাহিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (মুজাহিদ) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-﵁-থেকে বর্ণনা ক'রে বলেন যে, আমি তাঁকে (জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ)কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনাদের নিকট নবী করীম-ﷺ-এর যামানায় কোন্ জিনিসটি কুফরী ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী গণ্য হত? তিনি বললেন, নামায। হাদীসের সনদ হাসান। এতে কোনো প্রকার সমস্যা নেই। প্রশ্নকারীর 'আপনাদের নিকট' কথার অর্থ হল, মুসলিমদের নিকট। আর তাঁরা হলেন নবী করীম-ﷺ-এর যামানার সাহাবীগণ। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর তাঁর 'তাযীমু ক্বাদরি সসালাত' নামক কিতাবে উল্লেখ ক'রে বলেন, যে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ খাইসামা আবূ যুবায়ের থেকে, তিনি বলেন, আমি জাবির-﵁-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে যখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, আপনারা কি কোনো পাপকে শির্ক গণ্য করতেন? তিনি বললেন, না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস কোনটি? তিনি বললেন, নামায। এই হাদীসের সনদ সহীহ। পূর্বে বর্ণিত হাদীস এর সমর্থন করে। অনুরূপ ইমাম লালকায়ী আসাদ ইবনে মুসার সূত্রে বর্ণনা ক'রে বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যুহায়ের আবূয যুবায়ের হতে, তিনি জাবির-﵁-থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনারা কি কোনো গোনাহকে কুফরী গণ্য করতেন? বললেন, না। বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী

জিনিস কেবল নামায। অনুরূপ ইমাম খাল্লালের 'সুন্নাহ' নামক কিতাবে ইমাম ইবনে বাত্তার 'ইবানা' নামক কিতাবে এবং ইমাম লালকায়ীর 'ই'তিক্বাদু আহলিসসুন্নাহ' কিতাবে উদ্ধৃত হাদীসও এর সমর্থন করে। (উক্ত ইমামগণের) সকলেই এই হাদীস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আহমদ ইবনে হাম্বাল) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে জাফার তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আউফ হাসান থেকে, তিনি (হাসান) বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহাবাগণ বলতেন, বান্দার মধ্যে ও তার শির্ক ও কুফরী মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হল, বিনা কারণে নামায ত্যাগ করা। হাসান বাসরী পর্যন্ত এই হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ। আর এ কথা সুবিদিত যে, হাসান বাসরী (রাহঃ) বহু সংখ্যক সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁদের সঙ্গ লাভ করেছেন। অনুরূপ উক্ত হাদীসের সমর্থন করে ইবনে আবূ শাইবার 'ঈমান' নামক কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল আলা থেকে বর্ণিত হাদীস এবং ইমাম তিরমিযীর তিরমিযী শরীফে ও ইবনে নাসরের 'সালাত'নামক কিতাবে বিশর ইবনে মুফাযযালের সূত্রে বর্ণিত হাদীস। উভয়েই বর্ণনা করেছেন জারিরী থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন শাক্বীক্ব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উক্বায়লী হতে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরী গণ্য করতেন না। সনদটি বিশুদ্ধ। আর আব্দুল আলা ইবনে আব্দুল আলা এই হাদীসটি তার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটার পূর্বে জারিরীর কাছ থেকে শুনেছেন। আল-আজালী তাঁর 'তারীখুসসিক্বাত' নামক কিতাবের ১৮১পৃষ্ঠায় বলেন, আব্দুল আ'লার শোনা সঠিক। তিনি তাঁর (জারিরীর) কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর বুদ্ধির

বিকৃতি ঘটার আট বছর পূর্বে। জারিরী থেকে বিশর ইবনে মুফাযযালের বর্ণনা তো বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তাই ইবনে হাজার ফাতহুল বারীর ভূমিকার ৪৫পৃষ্ঠায় বলছেন, তিনি (বিশর ইবনে মুফাযযাল) তাঁর (জারিরীর) কাছ থেকে শুনেছেন তাঁর মস্তিস্কের বিকৃতি ঘটার পূর্বে। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর তাঁর 'সালাত' নামক কিতাবের ৯৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ ক'রে বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহয়াহ, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু নুমান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ূব থেকে, তিনি বলেন, নামায ত্যাগ করা কুফরী এতে কোনো মতভেদ নেই। অনুরূপ ইবনে নাসর উক্ত কিতাবের ৯৯০পৃষ্ঠায় বলেন, আমি ইসহাক্বকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে সঠিক সূত্রে যা বর্ণিত তা হল এই যে, বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায ত্যাগ করে এবং তার সময় শেষ হওয়া অবধি পড়ে না, সে কাফের। আমি (উপস্থাপক) বলবো, হতে পারে ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইকে সেই সংখ্যক লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয়নি, যাঁরা সাহাবাদের পর এসেছেন এবং এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। তাই তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে নাসর 'সালাত' নামক কিতাবের ৯২৫পৃষ্ঠায় নামায ত্যাগকারীর কাফের হওয়া মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হওয়া এবং যে নামায প্রতিষ্ঠা করে না তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসগুলি উল্লেখ ক'রে বলেন, এই ধরনের উক্তি সাহাবাদের থেকেও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর এ ব্যাপারে কারো কোনো বিপরীত মত আমাদের কাছে আসেনি। অতঃপর নামায ত্যাগকারীর কাফের হওয়া মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হওয়া এবং যে নামায

প্রতিষ্ঠা করে না, তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসগুলি ব্যাখ্যায় আলেমগণের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। আমি (উপস্থাপক) বলবো, 'সুন্নাহ' নামক কিতাবে, ইবনে নাসর-এর 'সালাত' নামক কিতাবে, খাল্লালের 'সুন্নাহ' নামক কিতাবে, আ-জুরীর 'শারীয়া' নামক কিতাবে এবং ইবনে বাত্তাহের 'ইবানা' নামক কিতাবে বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের উক্তির উল্লেখ করেছেন, যাঁরা নামায ত্যাগকারীকে কাফের মনে করতেন। কেউ কেউ নামায ত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে পৃথক বইও লিখেছেন এবং তাতে এ ব্যাপারে বর্ণিত প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই সুলাইমান ইবনে ফাহাদ আল-উতায়বী একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম দিয়েছে 'কুনুযুসসালাত'। এতে তিনি এই মহান ফরযের গুরুত্ব এবং দ্বীনে তার মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আর নামাযের বিধান তার উপকারিতা এবং তার এমন অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাকে (নামাযকে) অন্যান্য ইবাদত থেকে পৃথক করে। সেই সাথে নামাযে কত নেকী সে কথারও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দিন এবং আরো অধিক (ভাল কাজ করার) তৌফীক্ব দান করুন।

লিখেছেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান আসসাআদ

ভূমিকা

الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنعم الله عليه بمعراج إلى السماء ليتلقى تكليف الصلاة، فكانت بعد العقيدة أول الواجبات، وللمؤمنين أهم السمات.

অবশ্যই নামায নাফসকে প্রতিপালন করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অন্তরে আল্লাহর মহিমা ও তাঁর মাহাত্ম্যের বীজ বপন করে। হৃদয়কে আলোকিত করে এবং মানুষকে সৌভাগ্যবান ও উত্তম চরিত্রের দ্বারা সুন্দর করে তুলে। নবীগণ তাওহীদের পর নিয়মিত যে জিনিসটি পালন করেছেন, তা ছিল নামায। তাই তো আল্লাহ নবী ইসমাইল-عليه السلام-সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ [مريم:٥٥]

“তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন।” (সূরা মারইয়াম ৫৫) আর ঈসা-عليه السلام-সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم:٣١]

“তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।” (সূরা মারইয়াম ৩১)

এই নামাযের মাধ্যমে প্রতিদিন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে বান্দা এর দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে, যা তাকে দ্বীনের বিধান পালনের কষ্ট সহ্য করতে সহযোগিতা করে। অবশ্যই নামাযে

রয়েছে বহু মূল্যবান ধন-ভাণ্ডার, যা আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত। কিন্তু সে কোথা থেকে দেখবে, যার দু'টি চোখই অন্ধ। নামাযে রয়েছে তিনটি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার। তাই আল্লাহর সাহায্য, তারপর তালাশ এবং মনোবল ও ইখলাসের দ্বারা আপনি নামাযের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হতে পারেন।

এই গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারগুলোর প্রথম ভাণ্ডার হল, নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই ধন-ভাণ্ডার লাভ করা যায় অযূ, আযানের উত্তর দান এবং আগেভাগে নামায আদায়ের জন্য উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় গুপ্ত ধন অর্জন করা যায় নামাযকে সঠিক পন্থায় সম্পাদন ক'রে, বিনয় ও ধীরস্থিরতার সাথে তা আদায় ক'রে তার গভীরে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে। আর তৃতীয় মূল্যবান ভাণ্ডারটি অর্জন ক'রে ধন্য হওয়া যায়, নামাযের পর যিকর-আযকার পাঠ ক'রে, সুন্নত নামাযগুলি আদায় ক'রে এবং পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করার মাধ্যমে।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এই কিতাবে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমার অবহেলাকে মাফ করে দেন এবং এই কিতাবকে মুসলিমদের জন্য ফলপ্রসূ বানিয়ে দেন। আর মহান আল্লাহর নিকট এ দুআও করি যে, তিনি যেন আমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে এই সংক্ষিপ্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাকে দু'টি নেকীর অধিকারী বানিয়ে দেন; পরিশ্রমের নেকী এবং তা সঠিক হওয়ার নেকী। আমাদের সর্বশেষ কথা হল, সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতি-পালক আল্লাহর জন্য।

আবূ সুলতান
সুলাইমান ইবনে ফাহাদ

নামাযের ধন-ভাণ্ডার

নামাযে রয়েছে অনেক ধন-ভাণ্ডার। হয়তো অনেক মানুষের কাছে তা অজানা। এই ভাণ্ডারগুলি পরিপূর্ণ রয়েছে বিপুল বিনিময়ে, সাওয়াবে এবং উচ্চ মর্যাদাসমূহে। কিন্তু শয়তান তা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখে এবং তার দর্শন হতে আমাদেরকে দূরে রাখে যখন আমরা আমাদের গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠি, তখন আমাদেরকে বিপুল সাওয়াব ও পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য অল্পতেই সন্তুষ্ট রাখে। তাই আমরা নামায থেকে বের হই, কিন্তু সেই নামাযের কোনো নেকী আমাদের জন্য লিখা হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে বাঁচান! তাই মনে করি আমাদেরকে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন ক'রে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কথা ও কাজের নিষ্ঠার হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে, ধৈর্য ও যিকরের দুর্গে আত্ম রক্ষা ক'রে এবং বিনয়ের বর্ম পরিধান ক'রে নাফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যাতে আমরা আমাদের নামাযের এবং তাতে বিদ্যমান মহান ধন-ভাণ্ডারের হেফাযত করতে পারি, যা পূর্বে আমরা হারিয়েছি। এখন আমাদেরকে নিদ্রা ও উদাসীনতা থেকে জেগে উঠে নেক লোকদের পথে যাত্রা ক'রে নিজেদের পুণ্যের পুঁজি বাড়াতে হবে। আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমার অপেক্ষা করতে হবে, যাতে করে নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

অবশ্যই নামাযে রয়েছে এমন মহান ধন-ভাণ্ডার যার কিছু অর্জন করা যায় নামাযের পূর্বে। কিছু অর্জন করা যায় নামায আদায় করাকালীন এবং কিছু অর্জন করা যায় নামাযের পর। আসুন! এখন আমরা ইখলাস ও মনোবলের কিস্তিতে সাওয়ার হয়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে নামাযের তিনটি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের খোঁজে যাত্রা আরম্ভ করি।

১। প্রথম ধন-ভাণ্ডার নামাযের পূর্বে। অর্থাৎ, নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া।
২। দ্বিতীয় ধন-ভান্ডার নামাযের মধ্যে। অর্থাৎ, নামায আদায় করে।
৩। তৃতীয় ধন-ভান্ডার নামাযের পর। নামাযের পর যিকরগুলির যত্ন নিয়ে।

প্রথম ধন-ভাণ্ডারঃ নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা

নামাযে প্রবেশ করার পূর্বেই আমরা এই মূল্যবান ধন-ভণ্ডারটি অর্জন করতে পারি। নামাযের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং মানসিকভাবে তৈরী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ চাহেতো আমরা এই মূল্যবান ভাণ্ডারটির মালিক হতে পারি। এখন আপনাদের সামনে এই ভাণ্ডারটির মালিক হওয়ার পদক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। অযূ করাঃ অযূর অনেক ফযীলত। অযূই হল নেকী ও দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জন করার প্রথম পদক্ষেপ। অযূর দ্বারা আমরা নিম্নে বর্ণিত নেকীগুলি অর্জন করতে পারব।

(ক) আল্লাহর ভালবাসা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ ভালবাসেন।" (বাক্বারা ২২২) আল্লাহ যে আমাদেরকে ভালবাসেন এর থেকে বড় নেকী আর কি হতে পারে? শায়খ সা'দী (রাহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুতাত্বাহহেরীন' (পবিত্রতা অর্জনকারীগণ) বলতে তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপচার থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আর এতে

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করাও শামিল থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জন করা শরীয়তের বিধি। কেননা, মহান আল্লাহ পবিত্রজনকে ভালবাসেন। আর এই কারণেই নামায ও তাওয়াফ সহীহ হওয়ার এবং কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতাকে শর্ত গণ্য করা হয়েছে।

(খ) অযূর পানির সাথে গোনাহ ঝরে যাওয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَو الْمُؤْمِنُ فَغسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ لْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ لْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ لْمَاء ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ لْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِياًّ مِن الذُّنُوْبِ)) [رواه مسلم ٢٤٤]

“মুসলিম বা মু’মিন বান্দা যখন অযূ করতে গিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন সব গোনাহ ঝরে যায়, যা সে চোখের দৃষ্টির দ্বারা করে ছিল। তারপর সে যখন তার হাত দু’টি ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায়, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। অতঃপর সে যখন তার পাদ্বয় ধুয়ে নেয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পা থেকে এমন সব পাপ ঝরে যায়, যা সে পা দ্বারা করেছিল। এমন কি সে তখন গোনাহ থেকে একেবারে

মুক্ত হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৪৪) আর উসমান ইবনে আফফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) [رواه مسلم ٢٤٥]

"যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযূ করে, তার শরীর থেকে সমস্ত পাপ বের হয়ে যায় এমন কি তার নখের নীচ থেকেও বেরিয়ে যায়।" (মুসলিম ২৪৫)

(গ) কিয়ামতের দিন অযূর জায়গাগুলো আলোক-উজ্জ্বল হবে

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,

((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)) [البخاري ١٣٩ والمسلم ٢٤٦]

"আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন অযূর নিদর্শনের কারণে "গুররান মুহাজ্জালীন" (দীপ্তিমান মুখমণ্ডল ও শুভ্রতার অধিকারী) বলে ডাকা হবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা বাড়াবার ক্ষমতা রাখে, সে যেন তা করে।" (বুখারী ১৩৬-মুসলিম ২৪৬) 'গুররা' হল ঘোড়ার মুখমণ্ডলের শুভ্রতা। আর 'তাহজীল' হল তার (ঘোড়ার) পায়ের শুভ্রতা যা তাকে অতীব সৌন্দর্য করে তুলে। কিয়ামতের দিন অযূর স্থানসমূহ থেকে যে দীপ্তি উদ্ভাসিত হবে, তাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-'গুররা' ও 'তাহজীল'-এর সাথে তুলনা করেছেন।

(ঘ) গোনাহ দূর করে এবং মর্যাদা উন্নত করে

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) [مسلم ٢٥١]

"আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ দূর করে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উন্নত করবেন?" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, "কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত। এটা (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।" (মুসলিম ২৫১) হাদীসে যে 'মাকারেহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হল, কঠিন ঠাণ্ডা বা এমন রোগ যা রোগীকে এমন দুর্বল করে যে, সে নড়তেও পারে না। এ ধরনের আরো এমন সব অবস্থা, যে অবস্থায় অযূ করা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়। যেহেতু উল্লিখিত কাজগুলো অব্যাহতভাবে করলে পাপসমূহ মাফ হওয়ার, নেকী বৃদ্ধি হওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার আশা থাকে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এটাকে জিহাদে শত্রুর বিরুদ্ধে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার কাজের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, এই কাজে শহীদ হওয়া এবং গোনাহ মাফ উভয়েরই আশা থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এই কাজগুলো 'রেবাত' বলা হয়েছে। কারণ, এই কাজগুলো

তার সম্পাদনকারীকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ঙ) গোনাহ মার্জনা এবং জান্নাতে প্রবেশ

উসমান-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, তিনি অযূ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে আমার মত করে এইভাবে অযূ করতে দেখেছি। তিনি অযূ ক'রে বললেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [رواه البخاري و مسلم]

"যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযূ ক'রে একাগ্রচিত্তে দু'রাকাত নামায পড়বে, তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ১৬০ -মুসলিম ২২৬)

উক্ববা ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) [مسلم ٢٣٤]

"যে মুসলিম ব্যক্তিই সুন্দর করে অযূ ক'রে একাগ্রচিত্তে ও ধীরস্থির মনে দু'রাকআত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৩৪)

২। অযুর পর দুআ পাঠ

অযূ করার পর দুআ পাঠ করারও বড় ফযীলত। এখনও আমরা প্রথম ধন-ভাণ্ডারের থেকে আরো বেশী নেকী ও বিনিময় অর্জনের খোঁজেই

রয়েছি। অযূ করার পর নির্দিষ্ট দুআসমূহের দ্বারা আমরা নিম্নে বর্ণিত সাওয়াবগুলি অর্জন করতে পারি,

(ক) জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনো দিয়ে প্রবেশের করার স্বাধীনতা

উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُاللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) [مسلم ٢٣٤]

"তোমাদের যে কেউ যথাযথভাবে অযূ করে। তারপর বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুল্লাহি অ রাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক ও একক তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর বান্দা ও রাসূল), তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেগুলির যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ২৩৪)

(খ) এই যিকর পাতলা চামড়ার রেজিষ্টারে লিখে তাতে মোহর মেরে দেওয়া হবে ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ له فِي رَقٍّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) [الترغيب والترهيب ١/ ١٧٢]

"যে ব্যক্তি অযূ ক'রে বলে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আসতাগফিরুকা অ আতুবু ইলায়কা' এটা পাতলা চামড়াতে লিখে তাতে মোহর করে দেওয়া হবে। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে।" (তারগীব-তারহীব১/১৭২, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সাহীহুত্তারগীব অত্তারহীব ২২৫)

৩। দাঁতন করা

এখনও আমরা নেকীর পর নেকী অর্জনের পথেই রয়েছি। এখন আমরা দাঁতনের স্টশনে বিরাজ করছি। আপনাদের সামনে দাঁতন করার মহান সাওয়াবকে তুলে ধরছি।

*দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করে এবং রব্বকে সন্তুষ্ট করে। এ কথা বর্ণিত হয়েছ আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((السِّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) [رواه النسائي وابن حبان]

"দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করে এবং রবকে সন্তুষ্ট করে।" (নাসায়ী, ও ইবনে হিব্বান, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে নাসায়ী ৫)

৪। অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়া

অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়ার বড়ই ফযীলত। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِموْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ-أي التكبير-لاَسْتبَقُوْا إِلَيْهِ))

"লোকে যদি জানত আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী ছাড়া সওয়াবগুলি পাওয়ার যদি অন্য কোনো উপায় না থাকত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করত। আর যদি তারা নামাযে আগে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানত, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) তবে জুমআর নামাযের জন্য অগ্রিম যাওয়ার এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে, যা অতুলনীয়। আমার সাথে এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন! আওস ইবনে আওস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)) [رواه أحمد والترمذي والنسائي]

"যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল ক'রে সকাল সকাল রওনা হয় এবং ইমামের অতি নিকটে বসে চুপচাপ খুৎবা শোনে, সে প্রতি পদক্ষেপে এক বছর রোযা রাখার এবং এক বছর রাতে কিয়াম করার নেকী পায়। আর এটা আল্লাহর জন্য বড় সহজ ব্যাপার।" (আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও নাসায়ী ৪৯৬-১৩৬৭) প্রত্যেক পদক্ষেপ এক বছর রোযা রাখার ও কিয়াম করার সমান?! কোন্ ফযীলত এর থেকে বড় এবং কোন্ নেকী এর চেয়ে উত্তম হতে পারে। অনুরূপ নামাযের জন্য আগেভাগে যাওয়া মসজিদের সাথে অন্তর ঝুলে থাকারই দলীল। যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، وذكر منهم: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ)) متفق عليه (وفي رواية الترمذي ٢٣٩١: ((إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ))

"কিয়ামতের দিন যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন তিনি সাত শ্রেণীর মানুষকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে একজন হল, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে।" (বুখারী ৬৬০-মুসলিম ১০৩১) (আর তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে যে, "মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে না ফিরা পর্যন্ত সব সময় তার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে।" (তিরমিযী ২৩৯১)

৫। আযানের শব্দগুলো (মুআযযিনের সাথে) বলা

এখনও আমরা নামাযের প্রথম ধন-ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান নেকীসমূহের খোঁজেই রয়েছি। এখন আযানের শব্দগুলো বলার নেকীর খোঁজ করছি। যার সাওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে জানিয়েছেন। এই কাজের প্রতিদান জান্নাত। আসুন আমার সাথে (নিম্নের) হাদীস দু'টি লক্ষ্য করুন! উমার ইবনে খাত্তাব-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ:

لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَقَالَ: لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [مسلم ٣٨٥]

"মুআযযিন 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বললে তোমাদের কেউ যদি তার সাথে বলে, 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' অতঃপর মুআযযিন 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বললে, সেও যদি বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ', তারপর মুআযযিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললে, সেও যদি বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', অতঃপর মুআযযিন 'হায়্যা আলাসসলা-হ' বললে, সে যদি বলে, 'লা-হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা-হ বিল্লা-হ', তারপর মুআযযিন 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বললে, সেও যদি বলে, 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার', অতঃপর মুআযযিন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বললে, সেও যদি অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" মুসলিম ৩৮৫)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে ছিলাম। বিলাল-ﷺ-দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। তিনি চুপ করলে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন,

((مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِيْناً دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [رواه أحمد ٢/ ٣٥٢ والنسائي]

"যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর মত করে অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমদ ও নাসায়ী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে নাসায়ী ৬৭৪)

৬। আযানের পরের দুআ পাঠ

আযানের পরের যে দুআ তার সাওয়াবও অনেক। কিন্ত অনেক মানুষ উদাসীন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি,

(ক) গোনাহ মাফ হয়

সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَباًّ وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) [مسلم ٣٨٦]

"যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বলে, 'অ আনা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হূ ওয়াহদাহু লা-শারীকালা-হূ অ আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাউ, অ বিল ইসলামি দ্বীনাউ, অ বিমুহাম্মাদির রাসূলা' (অর আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণ ক'রে এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে রাসূল বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট, তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম ৩৮৬)

(খ) তার জন্য নবীর শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((من قال حين يسمع النداء اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ

الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [البخاري ٦١٤]

"যে ব্যক্তি আযান শোনার পর (এই দুআ বলে যার অর্থ), হে আল্লাহ! এই পূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ-ﷺ-কে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান কর। তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (বুখারী ৬১৪)

৭। নামাযের জন্য যাওয়া

নামাযের জন্য যাওয়া, এ কাজেও রয়েছে বহু নেকী। এতে মুসলিমের নেকীর পুঁজি বৃদ্ধি পায়। সংক্ষিপ্তাকারে তা তুলে হচ্ছে,

(১) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ))

[متفق عليه ٦٦٢-٦٦٩]

"যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ৬৬৯)

(২) গোনাহ মিটে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ

فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً))

"যে ব্যক্তি বাড়িতে অযূ ক'রে আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ফরয কাজসমূহের কোনো ফরয কাজ আদায় করার জন্য, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা বর্ধিত হয়।" (মুসলিম ৬৬৬)

(৩) বহু নেকী অর্জিত হয়

আবূ মূসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ)) [البخاري ٦٥١ مسلم ٦٦٢]

"(মসজিদে জামাতসহ) নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাতের সাথে নামায পড়ার অপেক্ষা না করে) একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতিক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাত সহকারে নামায আদায় করে।" (বুখারী ৬৫১-মুসলিম ৬৬২)

(৪) কিয়ামতে পরিপূর্ণ আলো লাভ

বুরাইদা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه أبوداود ٥٦١ والترمذي ٢٢٣]

“রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ জ্যোতিন শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।” (আবূ দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৫৬১-২২৩)

(৫) গোনাহ মাফ হয়

আবূ হুরাইরা-﵁-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) [مسلم ٢٥١]

“আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদের মান-মর্যাদা বাড়িয়ে করে দিবেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, ‘কষ্টের সময় সুন্দরভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত। এটা (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত। (মুসলিম ২৫১)

(৬) সাদক্বার নেকী হয়

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ)) [رواه مسلم ١٠٠٩]

"উত্তম বাক্য সাদক্বায় পরিণত হয় এবং নামাযের জন্য প্রত্যেক পদচারণা সাদক্বায় পরিণত হয়।" (মুসলিম ১০০৯)

৮। প্রথম কাতারে দাঁড়ানো

(ক) প্রথম কাতারে দাঁড়াতে আগ্রহী হতে হয়। কারণ, এর ফযীলত অনেক। প্রথম কাতারের ফযীলত এত বেশী যে নবী করীম-ﷺ-এর নেকীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তিনি শুধু বলেছেন,

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَن يَسْتَهِمُّوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ-أي التكبير-لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ))

[متفق عليه ٦١٥-٤٣٧]

"মানুষ যদি জানত আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারের মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, অতঃপর লটারী করা ছাড়া ঐ নেকীগুলি অর্জন করার অন্য কোনো উপায় না থাকত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করত। আর যদি তারা অগ্রাম নামাযে আসার মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে তা জানত, তাহলে সেদিকে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৪৩৭) তিনি কেবল কল্যাণ, বরকত এবং ফযীলতের কথা বলে দিয়েছেন, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেননি।

(খ) ফেরেশতাদের সাথে তুলনা

জাবির-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

((أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ

تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ)) [رواه مسلم ٤٣٠]

"তোমরা কি ঐভাবে কাতারবদ্ধ হবে না যেভাবে ফেরেশতারা তাঁদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হোন? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা কিভাবে তাঁদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হোন? তিনি বললেন, তাঁরা সামনের কাতারগুলো পুরো করেন এবং কাতারের মধ্যে কোনো ফাঁক না রেখে ঘেঁসে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে যান।" (মুসলিম ৪৩০)

(গ) পুরুষের জন্য কল্যাণকর হওয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)) [رواه مسلم ٤٤٠]

"পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষের কাতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হল শেষের কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।" (মুসলিম ৪৪০)

(ঘ) পিছনে অবস্থানকারীদের জন্য আল্লাহর ধমক

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বীয় সাহাবীদের মাঝে (প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাঁদেরকে বললেন,

((تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُم اللهُ)) [رواه مسلم ٤٣٨]

“আগে এসো, অতঃপর আমার অনুসরণ কর। আর যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুকরণ করুক। (মনে রাখবে) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণাদানে) পিছনে করে দেন।” (মুসলিম ৪৩৮)

(ঙ) প্রথম কাতারের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ

বারা ইবনে আযেব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কাতারের মাঝখান দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত বুলায়ে বলতেন,

((لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ)) وكان يقول: ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ)) [رواه أبوداود ٦٦٤]

“তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। আর তিনি এ কথাও বলতেন যে, “অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণের দুআ করেন তাদের জন্য, যারা প্রথম সারিতে দাঁড়ায়।” (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৬৬৪)

৯। সুন্নত নামাযগুলো আদায় করা

(ক) সুন্নাত নামাযগুলো পড়লে জান্নাতে একটি ঘরের পাওয়া যাবে। উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله ِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيْضَةٍ

إلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)) [رواه مسلم ٧٢٨]

"যে মুসলিম বান্দাই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলি ছাড়া বার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ্ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮)

এই সুন্নাতগুলোর কিছু সুন্নত ফরয নামাযের পূর্বে এবং কিছু ফরয নামাযের পর। এই সুন্নতগুলোর মোট সংখ্যা হল বার রাকআত। ফরয নামাযের পূর্বেকার সুন্নতগুলো হল,

১। ফজরের পূর্বে দু'রাকআত

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)) [رواه مسلم ٧٢٥]

"ফজরে দু'রাকআত সুন্নত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম ৭২৫) লক্ষ্য করুন এই হাদীসটির প্রতি, ফজরের দু'রাকআত সুন্নত দুনিয়া ও তাতে মাল-ধন ও বাড়ি-গাড়ি যা কিছু আছে, তার থেকেও শ্রেয়।

২। যোহরের পূর্বে চার রাকআত

ফরয নামাযের পরের সুন্নতগুলো হল,

১। যোহরের পর দু'রাকআত।

২। মাগরিবের পর দু'রাকআত।

৩। ঈশার পর দু'রাকআত।

(খ) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল আদায়ের যত্ন নিলে আমারা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর রহমত বর্ষণের দুআর অন্তর্ভুক্ত হব। ইবনে উমার-رضي الله عنه-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً)) [رواه الترمذي ٤٣٠ وأبوداود ١٢٧١]

"সেই লোকের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করে।" (তিরমিযী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ও আবূ দাউদ ৪৩০-১২৭১)

১০। আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ করা

নামাযের জন্য অগ্রিম যাওয়া আপনাকে আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দুআ করার সুযোগ করে দেয়। আর এই সময়ের দুআ কবুল হওয়ার সময়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এটাই হল একটি ধন-ভাণ্ডার যা দুআর মাধ্যমে হাসিল করে নেওয়া উচিত। মসজিদে দুআ করলে তা অন্য স্থানের অপেক্ষা কবুল হওয়ার বেশী দাবী রাখে। কারণ, এই স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান এবং সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার কারণে নামাযেই থাকে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) [رواه أبوداود والترمذي]

"আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।" (আবূ দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৫২১-২১২)

১১। নামাযের জন্য অপেক্ষা করা

অবশ্যই আগেভাগে মসজিদে এসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করলে

আপনি অনেক নেকী লাভে ধন্য হতে পারবেন। যেমন,

(ক) নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত নামাযের সমান

আবূ হুরাইরা-ﵥ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَيَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَادَامَت الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ)) [متفق عليه ٣٢٢٩-٦٤٩]

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে।" (বুখারী ৩২২৯-মুসলিম ৬৪৯)

(খ) ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

আবূ হুরাইরা-ﵥ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((لاَيَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَاكَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَ تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ)) [رواه البخاري ومسلم]

"বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর। যতক্ষণ না সে ফিরে যায় অথবা তার অযূ ভেঙে যায়।" (বুখারী ৩২২৯-মুসলিম ৬৪৯) 'যে ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ দুআ করেন, তাঁদের এ দুআ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন।' (শারহুল মুমতে)

(গ) গোনাহ মাফ ও মর্যাদা উঁচু হয়

আবূ হুরাইরা-ﵥ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَ يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوْا: بَلَى يَا

رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) [مسلم ٢٥١]

"আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দিবো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিবেন?" সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, "কষ্টের সময় সুন্দর করে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা হল সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত। এটা হল সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।" (মুসলিম)

১২। যিকর ও কুরআন পঠনে মনোযোগী হওয়া

যে ব্যক্তি আগেভাগে মসজিদে যায়, সে কয়েক প্রকারের ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন, যিকর ও কুরআন তেলাঅত করা, মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত নিয়ে গবেষণা করা এবং দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া। যাতে নামাযে মনোযোগী ও বিনয়-নম্র হতে পারে। পক্ষান্তরে যে দেরী করে যায়, সে এমন অবস্থায় নামায পড়ে যে, তার অন্তর অন্য দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। ফলে সে নামাযের প্রতি মনোযোগী এবং তাতে মনকে উপস্থিত করতে পারে না।

আমার দ্বীনি ভাই! আমি আপনার সামনে কিছু সুবর্ণ সুযোগ পেশ করছি যে সুযোগকে আপনি নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের নেকীর পুঁজি বৃদ্ধি করতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন,

ক-কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত		
তেলাওয়াতের পরিমাণ	ফলাফল	নিয়ম
১। প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইক্বামতের মাঝে ৫পৃষ্ঠা পড়া, প্রতিদিন ২৫ পৃষ্ঠা।	২৪ দিনে কুরআন খতম হয়ে যাবে।	কুরআনের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৬০৪/ ২৫ পৃষ্ঠা ২৪ দিন=৬০০ প্রায়।
২। নামাযের অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন এক পারা করে পড়া।	এইভাবে তেলাঅতে ৩০দিনে কুরআন খতম হবে।	কুরআন ৩০পারা এক মাস ৩০ দিনের। প্রত্যেক দিন এক পারা করে পড়লে ৩০ দিনে কুরআন খতম।
৩। নামাযের অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন তিন আয়াত করে মুখস্থ করা।	ইনশা---৮বছরে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে।	অভিজ্ঞতার আলোকে।
৪। নামাযের অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন সওয়া এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করা।	আল্লাহ চাহেতো দেড় বছরে পূরা কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে।	৬০৪÷১,২৫=৪৮৩, ২দিন।৪৮৩,২÷৩০ দিন=এক বছর চার মাস দশদিন।
৫। নামাযের অপেক্ষার সময়ে প্রত্যেক দিন দু'পৃষ্ঠা করে পড়া।	আল্লাহ চাইতো ১বছরে কুরআন খতম হয়ে যাবে।	৬০৪÷২=৩০দিন১০ মাস।
৬। তিনবার সূরা ইখলাস (ক্বুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ)	কুরআন খতম করার সমান	আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত,

পড়া।	নেকী হবে।	তিনি বলেন, রাসূল-ﷺ-বলেছেন, “তো- মাদের কেউ কি একরাতে কুরআ- নের এক তৃতী- য়াংশ পড়তে পারবে না? সা- হাবাগণ বললেন, এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বে। তিনি বললেন, 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' হলো কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।” (বুখারী ৫০১৫-মুসলিম ৮১১)
৭। সূরাতুল কাফেরুন চারবার পড়া।	একবার কুরআন খতম করার সমান নেকী হবে।	ইবনে উমার রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ﷺ-বলেছেন, কুলহু ওয়াল্লাহু হলো

		কুরআনের এক তৃতীয়াংশে- র সমান। আর 'ক্বুল ইয়া আই যূহাল কাফেরুন’ হলো কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ২৮৯৪ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল বলেছেন, “কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি এমন সূরা রয়েছে যা (পাঠ-কারী) কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সূরা টি হলো, ‘তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়া

		দিহিল মুলক’ (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৮৯১)
৮। সূরা ‘মুলক’একবার পড়া।	গোনাহসমূহ মাফ হয়।	আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন,“কুরআনে ৩০আয়াত বিশিষ্ট একটি এমন সূরা রয়েছে যা পাঠ-কারী জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সূরাটি হল, ‘তাবা রাকাল্লাযী বিইয়া দিহিল মুলক’

আমরা এখনও নেকী ও সওয়াবের বাগানেই বিরাজ করছি। আমার সাথে কুরআন তেলাঅতের এই মহান ফযীলতকে লক্ষ্য করুন। ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন

((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ)) [رواه الترمذي ٢٩١٠]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী হয় দশটি নেকীর সমান। আমি অলিফ-লাম-মীমকে একটি অক্ষর বলছি না, বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ২৯১০) কুরআনের একটি ছোট সূরার উদাহরণ পেশ করছি। সূরা কাওসারের মোট অক্ষর হল ৪২টি। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে পাওয়া যায় ১০টি করে নেকী। তাহলে এই সূরাটি পড়লে নেকী হবে মোট ৪২০টি। লক্ষ্য করুন, কুরআনের সব থেকে ছোট সূরা কাওসারের যদি এত মহান ফযীলত হয়, তাহলে নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে যদি কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হলে কতই না নেকী হবে?

(খ) যিকরসমূহের ফযীলত		
যিকির	ফযীলত ও নেকী	দলীল
১। ১০০বার 'সুবহা-নাল্লাহ' পড়লে,	১০০০ নেকী হবে অথবা ১০০০গোনাহ মাফ করা হবে।	মুসআব ইবনে সাদ বলেন, আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা ক'রে বলেন, আমরা নবী করীম-ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কি প্রত্যেক দিন ১০০০ নেকী সঞ্চয় করতে পারে না?

		সাথীদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ কিভা-বে এক হাজার নেকী সঞ্চয় করবে? তিনি বললেন, "সে ১০০ বার 'সুবহানা ল্লাহ' পড়বে তাহলে তার জন্য ১০০০নেকী লিখে দেওয়া হবে অথবা ১০০০ গোনাহ মাফ করা হবে।" (মুসলিম ২৬৯৮)
২। লা-ইলাহা ইল্লা ল্লাহু অহদাহু লা-শারী কালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর পড়বে।	সে দশটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী লাভ করবে, তার জন্য ১০০টি নেকী লিখে দেওয়া হবে এবং তার থেকে ১০০টি গোনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সে	আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলু-ল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা -হূ অহদাহু লা-শারী কালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' সে

	সংরক্ষিত থাকবে।	দশটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী পাবে। তার জন্য ১০০টি নেকী লিখে দেওয়া হবে এবং তার থেকে ১০০টি গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবেলিখে দেওয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে তার চেয়েও বেশী আমল করে।” (বুখারী ৬৪০৩-মুসলিম ২৬৯১
৩। লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা -হ’ পড়বে।	জান্নাতের একটি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার পাবে।	আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

		"আমি তোমাকে এমন একটি বাক্যের কথা বলে দিবো না যা হল জান্নাতের গুপ্তধন? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হল, 'লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' (বুখারী২৯৯২মুসলিম ২৭০৪)
৪। 'সুবহানাল্লাহিল আযীম অ বিহামদিহি' পড়বে।	তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন যে, সুবহানাল্লাহিল আ-যীম অ বিহামদিহি পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৪৬৪)
৫। মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা	প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি মু'মিন

প্রার্থনা করা।	পরিমাণ নেকী পাবে।	পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা অনুপাতে নেকী পাবে।"(তাবরানী,মাজ-মাউযযাওয়ায়েদ ১০/১২০)

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সময়কে কাজে লাগিয়ে ফযীলতের এই স্থানে যিকর ও আযকারের মাধ্যমে নেকীর পুঁজি আরো বৃদ্ধি করে নেওয়া।

১৩। কাতার সোজা করা

নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণের আওতাভুক্ত বিষয় হল কাতার সোজা করা। আর এটা ওয়াজিব। আর কাতার সোজা করার ফযীলতও অনেক। ফযীলতগুলি নিম্নরূপ,

(ক) অন্তরসমূহে ও লক্ষ্যসমূহে ঐক্য সৃষ্টি হয়

নো'মান ইবনে বাশীর-ﷺ-বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ)) [رواه البخاري ٧١٧]

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের সারিগুলি সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন।" (বুখারী ৭১৭) ইমাম নববী বলেন, এর (হাদীসে উল্লিখিত কথার) অর্থ হল, আল্লাহ পারস্পরিক

শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং মনোবিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন। কাতার সোজা না করা যে গোনাহ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ এ কথা কারো নিকট গোপন থাকার ব্যাপার নয়।

(খ) এটা (কাতার সোজা করা) হল নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)) [رواه البخاري]

"তোমরা কাতারগুলো সোজা কর। কারণ, কাতার সোজা করা নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।" (বুখারী ৭২৩) নামাযে কাতার সোজা করা ওয়াজিব। আর যে এটা ত্যাগ করে, সে গোনাহগার বিবেচিত হয়।

(গ) এতে শয়তানের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ..)) [رواه أبوداود ٦٦٦]

"তোমরা কাতারগুলি সোজা করে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও। (কাতারের) ফাঁক বন্ধ করে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম করে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৬৬৬)

(ঘ) যে সারি মিলায় আল্লাহ তাকে নিজের সাথে মিলায়

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ)) [رواه أبوداود]

"যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে) আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৬৬৬)

নামাযের প্রথম ধন-ভাণ্ডারের সারাংশ (নামাযের জন্য প্রস্তুতি)

আমল	নেকী
১। অযূ করা	ক-অযূর পানির সাথে গোনাহ ঝরে যাওয়া। খ- কিয়ামতে অযূর স্থান গুলোর জ্যোতির্ময় হওয়া। গ-গোনাহ দূরীভূত ও মর্যাদা উন্নত হওয়া। ঘ-গোনাহসমূহ মাফ হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করা।
২। অযূর পরের যিকির	ক-জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা। খ-এটা এক শুভ্র নিবন্ধে লিখে তাতে মোহর করে দেওয়া হবে। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে।
৩। দাঁতন করা	মুখ পরিষ্কার হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

৪। আগেভাগে নামাযে যাওয়া	ক- এর ফযীলত এবং কল্যাণ ও বরকত অনেক। খ- যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না সে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে। (যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে) গ-প্রত্যেক পদচারণার পরিবর্তে এক বছর রোযা রাখার ও রাত্রে কিয়াম করার নেকী লাভ। (জুমআর দিনে অগ্রিম গেলে)
৫। আযানের শব্দগুলি মুআযযিনের সাথ বললে	জান্নাতে প্রবেশ করবে।
৬। আযানের পর দুআ পড়লে	ক- গোনাহসমূহ মাফ হবে। খ-কিয়ামতের দিন নবী করীম-ﷺ-এর সুপারিশ লাভে ধন্য হওয়া যাবে।
৭। পায়ে হেঁটে মসজিদে গেলে	ক-জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা হয়। খ-গোনাহসমূহ মাফ ও মর্যাদা উন্নত হয়। গ-বহু নেকী লাভ করা যায়। ঘ-কিয়ামতে পরিপূর্ণ জ্যোতি

	লাভ করা যায়। ঙ-প্রত্যেক পদচারণা সাদক্বায় পরিণত হয়।
৮। প্রথম কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো	ক-ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন। খ- উত্তম হওয়ার স্বীকৃতি। গ-আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা-দের রহমত প্রেরণের দুআ। ঘ-পিছনে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, আল্লাহ পিছনে ফেলে দেন এই হুমকি থেকে মুক্তি লাভ।
৯। সুন্নত নামাযগুলি আদায়ের যত্ন নেওয়া।	ক- জান্নাতে একটি ঘর লাভ। গ-আল্লাহ কর্তৃক রহমত প্রেরণ। (আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত পড়লে)।
১০। আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ	এই দুআ কবুল হয়।
১১। নামাযের জন্য অপেক্ষা করলে	ক-এর ফযীলত নামাযের সমান। গ-ফেরেশতাদেরর ক্ষমা প্রার্থনা। ঘ-গোনাহ মাফ ও মর্যাদা উঁচু হওয়া।
১২। ক-কুরআনের তেলাঅতের	ক-তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুর-

যত্ন নিলে ১২। খ- যিকর আযকার	আন খতম হয়। খ-এরই মাধ্যমে কুরআন মুখস্থ হয়ে যায়। গ- বহু নেকী অর্জিত হয়। ক- ১০০০নেকী লাভ ১০০০ গোনাহ মাফ হয়। খ-১০ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী হয়+১০০নেকী পাওয়া যায়+১০০গোনাহ মাফ হয়+শয়তান থেকে হেফাযত থাকা যায়। গ-জান্নাতের ধন-ভাণ্ডারের একটি ভাণ্ডার পাওয়া যায়। ঘ- জান্নাতে গাছ লাগানো হয়।
১৩। কাতার সোজা করা	ক- অন্তর ও লক্ষ্যসমূহে ঐক্য সৃষ্টি হয়। খ- এটা নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত। গ- শয়তানের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হয়। ঘ- যে কাতার সোজা করে আল্লাহ তাকে নিজের সাথে মেলান।

দ্বিতীয় ধন-ভাণ্ডার

নামায আদায় করা

নামায পড়াকালীন এই মূল্যবান ধন-ভাণ্ডারকে আমরা হাসিল করতে পারি। এখন আপনাদের সামনে এই ভাণ্ডার হাসিল করার পদক্ষেপগুলো পেশ করা হচ্ছেঃ

১। নামাযের ফযীলত

সাধারণতঃ নামাযসমূহের ফযীলত অনেক। কিছু নামাযের বিশেষ ফযীলতও রয়েছে। যেমন, ফজর, আসর এবং এশার নামযের ফযীলত।

*নামাযের সাধারণ ফযীলত

কুরআনুল করীম এবং নবী করীম-ﷺ-এর সুন্নত এই নামাযের ধন-ভাণ্ডারের কথা আমাদেরকে জানিয়েছন। নামায আদায়ের যত্ন নিয়ে তা হাসিল করা আমাদের উপর ওয়াজিব, যাতে করে আমাদের নেকীসমূহের পুঁজি বৃদ্ধি হয়। (নামাযের ফযীলতসমূহের মধ্যে হল),

(ক) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি লাভ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [لأنفال: ٣-٤]

“যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে দান করে। তারাই প্রকৃত মু’মিন, তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।” (সূরা আনফাল ৩-৪) তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه:١٣٢]

"তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার নিকট কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। আর সংযমীদের জন্য শুভ পরিণাম।" (সূরা ত্বোহা ১৩২)

(খ) গোনাহের জন্য কাফফারা হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود:١١٤]

"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায আদায় করো এবং রাতের কিছু অংশেও। অবশ্যই পুণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়, নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য এটি এক নসীহত।" (সূরা হূদ ১১৪) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)) [متفق عليه ٥٢٨-٦٦٧]

"আচ্ছা বল তো, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে কি? সাহাবাগণ বললেন, না, তার শরীরে

কোনো ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, পাঁচওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এই নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে ফেলেন।” (বুখারী ৫২৮-মুসলিম ৬৬৭) তিনি আরো বলেন,

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ)) [رواه مسلم ٢٣٣]

“পাঁচওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত দিনগুলির এবং এক রামাযান অপর রামাযান পর্যন্ত দিনগুলোর (গোনাহের) জন্য কাফফারা হয়, যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা হয় তাহলে।” (মুসলিম ২৩৩)

(গ) নামায রহমত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور:٥٦]

“নামায আদায় করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।” (সূরা নূর ৫৬)

(ঘ) জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ লাভ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون:١١]

“আর যারা নিজেদের নামায আদায়ের যত্ন নেয়। তারাই হবে উত্তরা-ধিকারী। তারা উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।” (সূরা মু’মিনুন ৯-১১) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـلَى صَـلاتِهِمْ يُحَـافِظُونَ، أُولَئِـكَ فِي جَنَّـاتٍ مُكْرَمُـونَ﴾ [المعارج:٣٤-٣٥]

“এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।” (সূরা মাআরিজ ৩৪-৩৫)

(ঙ) নামায হলো জ্যোতি

আবূ মালিক হারিস ইবনে আসেম আল আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الصَّـلاَةُ نُـوْرٌ، وَالصَّـدَقَةُ بُرْهَـانٌ، وَالصَّـبْرُ ضِـيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّـةٌ لَـكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا)) [رواه مسلم ٢٢٣]

“নামায হচ্ছে আলোক এবং সাদক্বা (ঈমানের সততার) প্রমাণ। ধৈর্য ধারণ হচ্ছে জ্যোতি এবং কুরআন হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে হুজ্জত/দলীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নাফসের জন্য প্রচেষ্টা করে। ফলে হয় তাকে (আল্লাহর আনুগত্যে) বিক্রি ক’রে তাকে মুক্ত করে নেয় কিংবা (শয়তানের আনুগত্যে লাগিয়ে) তাকে ধ্বংস করে ফেলে।” (মুসলিম) নামায জ্যোতির্ময়। তাই তা আল্লাহভীরুদের চক্ষু শীতলকারী জিনিস। যেমন, নবী করীম-ﷺ-বলতেন, “আমার চক্ষু শীতল হয় নামাযে।”

*বিশেষ নামাযগুলোর ফযীলত (যেমন, ফজর, আসর এবং এশার নামায)

-এই নামাযে রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ [الاسراء: ٧٨]

“আর ফজরে কুরআন পাঠের যত্ন নিন। অবশ্যই ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত হয়।” (সূরা ইসরা ৭৮) মুফাসসেরীনগণ বলেন, এর অর্থ হল, ফজরের নামাযে রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোন। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُم اللهُ-وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ-كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ)) [متفق عليه ٥٥٥-٦٣٢]

“রাতের ও দিনের ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের নিকট আসেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হোন। তারপর রাতের ফেরেশতাগণ উপরে উঠে যান। আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন-যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত-আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে যখন রেখে আসি তখন তারা নামাযরত ছিল, আর যখন আমরা তাদের কাছে পৌঁছে ছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল।” (বুখারী ৫৫৫-মুসলিম ৬৩২)

-জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ

আবূ মূসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [متفق عليه ٥٧٤-٦٣٥]

“যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (বুখারী ৫৭৪-মুসলিম ৬৩৫)

-জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ

আবূ যুহায়ের আ’মারা ইবনে রাবীবা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا)) [رواه مسلم]

“সেই ব্যক্তি কখনোও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বের (ফজরের) এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (আসরের) নামায আদায় করে।” (মুসলিম ৬৩৪)

-আল্লাহর হেফাযতে থাকা

জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَيَطْلُبَنَّكُم اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ)) [رواه مسلم ٦٥٧]

“যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে নেয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনো জিনিস চেয়ে না বসেন।” (মুসলিম ৬৫৭)

-আল্লাহর দর্শন লাভ

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِي رَؤْيَتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوا)) [متفق عليه ٤٨٥١-٦٣٣]

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে যেমন এই চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। কাজেই যদি পারো যে, সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের উপর কোনো কিছু তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে না পারুক, তবে তা-ই কর।” (বুখারী ৪৮৫১-মুসলিম ৬৩৩)

-এশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়লে

উসমান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)) [رواه مسلم ٦٥٦]

“যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত অবধি কিয়াম করল। আর যে ফজরের নামাযও জামাআতের

সাথে আদায় করল, সে যেন সারারাত নামায পড়ল।" (মুসলিম ৬৫৬)

২। জামাআতের সাথে নামায আদায় করা

জামাআতের সাথে নামায পড়ার নেকী অনেক যা নবী করীম-ﷺ-থেকে প্রমাণিত। আমার সাথে এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন! আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)) [رواه البخاري ٦٤٥ ومسلم ٦٥٠]

"জামাআতে নামায পড়ার বৈশিষ্ট্য একাকী পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ বেশী।" (বুখারী ৬৪৫-মুসলিম ৬৫০) আর একটি নেকী যেহেতু দশটার সমান, তাই জামাআতের সাথে নামায পড়ার মোট নেকী হয় ২৭০। (২৭কে ১০ দিয়ে গুণ দিলে ২৭০ হবে)

৩। বিনয়-নম্রতাঃ

নম্রতা-বিনয় হল নামাযের প্রাণ। এরই উপর নামাযের নেকীর পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এখন পাঠকের সামনে সামনে নম্রতার উপকারিতাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে,

(ক) জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون١:١١]

"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত। যারা যাকাত প্রদান করে থাক। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তানা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। আর যারা আমনত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং তাদের নামাযসমূহের যত্ন নেয়। তারাই উত্তরাধিকার হবে। তারা উত্তরাধিকার হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের। এখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা মু'মিনূন ১-১১)

(খ) আল্লাহর ভালবাসা লাভ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الانبياء٩٠]

"তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমার কাছে প্রার্থনা করত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া ৯০) নম্রতা হল আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রশংসনীয় গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালো-বাসেন।

(গ) বিনয়ীকে আল্লাহ কিয়ামতে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...)) وذكر منهم: ((وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) [متفق عليه ٦٦٠-١٠٣١]

"সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হল, "সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার দু'চোখ অশ্রু ঝরায় থাকে।" (বুখারী ৬৬০-মুসলিম ১০৩১)

(ঘ) নম্রতা নামাযের নেকী বৃদ্ধি করে

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عَشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) [رواه أحمد وأبوداود]

"বান্দা অনেক সময় নামায পড়ে অথচ সেই নামাযের নেকীর কেবল এক দশমাংশ, এক নবমাংশ, এক অষ্টমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক ষষ্টমাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ তার জন্য লিখা হয়।" (আহমদ ও আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৭৯৬)

(ঙ) গোনাহ মাফসহ প্রচুর নেকী হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾
[الأحزاب ٣٥]

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।" (সূরা আহযাব ৩৫)

৪। 'ইস্তিফতা'-এর দুআ

প্রারম্ভিক যিকরের সংখ্যা অনেক। তার মধ্য থেকে উদাহরণ স্বরূপ এই 'আল্লাহু আকবার কাবীরা, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরা অ সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও অ অসীলা' যিকরটি উল্লেখ করলাম, এর মহা ফযীলতের দিকে লক্ষ্য করে। জানেন এর ফযীলত কি? এর জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়। ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((بَيْنَمَا نَحْنُ-نُصَلِّي-مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

((مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا)) فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) [رواه مسلم ٦٠١]

"আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'আল্লাহু আকবার কাবীরা' অলহামদু লিল্লাহি কাসীরা অ সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও অ অসীলা' শুনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাক্যগুলি কে বলছিল?" তখন লোকদের একজন বলল, আমি বলছিলাম হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি, (কারণ,) এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়।" (মুসলিম ৬০১) ইবনে উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মুখ থেকে এ কথা শুনার পর হতে এ কালেমাগুলি (পড়া) আমি আর কোনো দিন বাদ দেইনি।

৫। সূরা ফাতিহা পাঠ করা

(ক) এটা কুরআনের একটি মহান সূরা

জানেন এই সূরাটি পড়লে আপনি কুরআনের এক মহান সূরা পাঠকারী বিবেচিত হবেন। আমার সাথে এই হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! আবূ সাঈদ ইবনে মুআল্লা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে ডাকলে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। তারপর (নামায শেষে) তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামায আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, "মহান আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর যখন রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করে।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তোমাকে মসজিদ থেকে তোমার বের হওয়ার পূর্বে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিব, যা হল কুরআনের সুমহান সূরা।" এই বলে

আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বললেন যে আমাকে কুরআনের এক মহান সূরা শিখিয়ে দিবেন। তিনি বললেন, তা হল, "সূরা ফাতিহা যার নাম আসসাবউল মাসানী ও আল-কুরআনুল আযীম, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

(খ) প্রশংসা ও প্রার্থনা

সূরা ফাতিহা পাঠ মহান আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত। এর প্রথমাংশে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গৌরবময় সত্ত্বার মাহাত্ম্যের বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বান্দার প্রার্থনা ও দুআ। আবূ হুরাইরা- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ:[اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ] قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: [اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ] قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: [مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ] قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] قَالَ: هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ]قَالَ: هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ)) [رواه مسلم ٣٩٥]

"আমি নামাযকে আমার ও বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি।

আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই তাকে দেওয়া হবে। বান্দা যখন বলে, ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ’লামীন’ (সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের জন্য) মহান আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন বান্দা বলে, ‘আররাহমানীর রাহীম’ (তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করল। যখন বান্দা বলে, ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক) আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল। যখন বান্দা বলে, ‘ইয়্যাকা না’বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন’ (আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।) তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাসসিরাত্বল মুস্তাক্বীম সিরাতাল্লাযীনা আনআ’মতা আলাইহিম গাইরিল মাগযূবি আলা-ইহিম অলায যা-ল্লীন’ (আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট)। আল্লাহ তখন বলেন, এ সব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে, তার জন্য তা-ই রয়েছে।” (মুসলিম ৩৯৫)

৬। আ-মীন বলা

ভাই মুসল্লী! সুসংবাদ শুনে নিন, যার আ-মীন ফেরেশতাদের আ-মীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আবূ হুরাইরা-﵁-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: [غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ] فَقُوْلُوا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) وفي رواية: ((إِذَا قَالَ

أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَت المَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [رواه البخاري ٧٨٢، ٧٨١]

"যখন ইমাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযযো-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আ-মীন বলবে। কেননা, যার কথা (আ-মীন বলা) ফেরেশতা-দের কথার (আ-মীন বলার) সাথে মিলে যায়, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "যখন তোমাদের কেউ আ-মীন বলে আসমানের ফেরেশতারাগণও আ-মীন বলে থাকেন। উভয়ের আ-মীন পরস্পর মিলিত হলে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ৭৮২, ৭৮১)

৭। রুকু করা

রুকু করার উপকারিতা হল এই যে, এতে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقِيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٦]

"বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত গোনাহ নিয়ে এসে তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। যতবারই সে রুকু অথবা সাজদা করে, ততবারই তার থেকে গোনাহ ঝরে পড়ে।" (ইমাম বায়হাক্বী হাদীসটি তাঁর 'সুনানুল কুবরা'য় বর্ণনা করেছেন। ৩/১৬)

৮। রুকু থেকে উঠে দুআ পড়া

রুকু থেকে উঠে যে দুআ পড়া হয়, তার ফযীলত ও নেকী প্রচুর।

(ক) যার 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলা ফেরেশতাদের 'রব্বানা অ লাকাল হামদ' বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ، فَقُوْلُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [رواه البخاري ٧٩٦ ومسلم ٤٠٩] وفي رواية: ((فَقُوْلُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

"যখন ইমাম 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদা' বলে, তখন তোমরা বলো, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ।' কেননা, যার (রব্বানা লাকাল হামদ) বলা ফেরেশতাদের (রব্বানা লাকাল হামদ) বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৭৯৬ ও মুসলিম ৪০৯) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "তখন তোমরা বল, 'রব্বানা অ লাকাল হামদ'।"

(খ) যে 'রব্বানা অ লাকাল হামদ হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফী-হ' বলে, তার এ কথা লিখার জন্য ফেরেশতাদের তাড়াহুড়ো করেন।

রিফাআ ইবনে রাফে-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন 'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে রুকু থেকে মাথা উঠালেন, তখন তাঁর পিছনের এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'রব্বানা অ লাকাল হামদ্ হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফী-হ'। সালাম ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে কথা বলছিল?" লোকটি বলল, আমি। তিনি তখন বললেন, "আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও অধিক

ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।” (বুখারী ৭৯৯-মুসলিম ৬০০)

৯। সাজদা করা

অবশ্যই সাজদা হচ্ছে নামাযের অঙ্গসমূহের এক মহান অঙ্গ। কারণ, এতে রয়েছে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর জন্য পূর্ণ নতি স্বীকার ও বিনয়াবনত হওয়া। তাই সেজদার মধ্যে রয়েছে প্রচুর নেকী। আমার সাথে এই মহান নেকীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন!

*জান্নাত লাভের সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج:٧٧]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা রুকু কর, সাজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সূরা হাজ্জ ৭৭) আবূ বাকার জাযায়েরী (لعلكم تفلحون) ‘যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাতে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জান্নাত লাভের সফলতা অর্জনের যোগ্য হতে পার।

*আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর সন্তুষ্টি ও কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি লাভ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً

سُـجَّداً يَبْتَغُـونَ فَضْـلاً مِـنَ اللَّهِ وَرِضْـوَاناً سِيَاهُمْ فِي وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أَثَـرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح:٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভুতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সাজদারত দেখবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সাজদার চিহ্ন।" (ফাতহ ২৯) সাআদী তাঁর তফসীর গ্রন্থে
﴿سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অধিক ও সুন্দর ইবাদত তাঁদের মুখমণ্ডলে এমন নিশান মেরে দিয়েছে, যা দীপ্তমান। নামাযের দ্বারা তাঁদের অভ্যন্তর যেমন আলোক-উজ্জ্বল, তেমনি তার মাহাত্ম্যে তাঁদের বাহ্যিকও ছিল জ্যোতির্ময়।

*মর্যাদা উন্নত ও গোনাহ মাফ হয়

রাসূলুল্লা-ﷺ-বলেছেন,

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ الْسُجُوْدِ لله فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لله سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً)) [رواه مسلم ٤٨٨]

"তুমি বেশী বেশী করে আল্লাহর জন্য সাজদা কর। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্য একটি সাজদা করলে তার দ্বারা আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তোমার থেকে গোনাহ মিটিয়ে দেন।" (মুসলিম ৪৪৮)

*(জান্নাতে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সঙ্গ লাভ

রাবীআ ইবনে কাআব-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: ((سَلْ))
فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: ((أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟)) قُلْتُ هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: ((فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ)) [رواه مسلم ٤٨٩]

আমি রাসূলুল্লা-ﷺ-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম এবং তাঁকে অযূর পানি ও তাঁর প্রয়োজনের জিনিস এনে দিতাম। (একদা তিনি খুশী হয়ে) আমাকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সহাচর্চ চাই। তিনি বললেন, এ ছাড়া আন কিছু? আমি বললাম, বাস ওটিই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি, অধিকাধিক সাজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।" (মুসলিম ৪৮৯)

*দুআ কবুল হওয়ার স্থান

আবূ হুরাইরা-ؓ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِن رَّبِهِ-عزوجل- وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ))

[رواه مسلم ٤٨٢]

"বান্দা সাজদারত অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালকের সর্বাধিক নিকটে হয়। কাজেই (সাজদাবস্থায়) বেশী বেশী দুআ কর।" (মুসলিম ৪৮২) তিনি আরো বলেন,

((وَأَمَّا السُّجُوْدَ فَاجْتَهِدُوا مِن الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) [رواه مسلم ٤٧٩]

“সাজদায় বেশী বেশী দুআ কর। কারণ, দুআ কবুল হওয়ার জন্য এটা অতীব উপযুক্ত সময়।” (মুসলিম ৪৭৯)

*গোনাহ ঝরে যায়

নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقِيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ)) [رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٦]

“বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত গোনাহ নিয়ে আসা হয় এবং তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। যতবারই সে রুকু অথবা সাজদা করে, ততবারই তার থেকে গোনাহ ঝরে পড়তে থাকে।” (বায়হাকী)

*সাজদার জায়গাগুলো আগুন খাবে না

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ)) [رواه البخاري ومسلم]

“সাজদার জায়গাগুলি খাওয়া জাহান্নামের উপর আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।” (বুখারী ৭৪৩৮-মুসলিম ১৮২) কেননা, মু’মিনদের তাওবা যদি আল্লাহ কবুল না করেন এবং তাদের সৎকাজগুলো যদি অসৎকাজের উপর প্রাধান্য লাভ করতে না পারে, তাহলে গোনাহ সমপরিমাণ জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। কিন্তু তাদের সাজদার স্থানগুলো যেহেতু সম্মানজনক, তাই আগুন তা খাবে না এবং তাতে কোনো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করবে না।

১০। প্রথম তাশাহহুদঃ আসমান ও যমীনে নেক বান্দাদের সংখ্যা সমপরিমাণ নেকী

প্রথম তাশাহহুদের ফযীলত যে অনেক তা তার মধ্যে ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) দুআর এই যে শব্দগুলো রয়েছে তাতেই প্রকাশ পায়। আমার সাথে লক্ষ্য করুন! আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাশাহহুদ ঐভাবেই শিখিয়ে দিলেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিখিয়ে দেন। আর তখন আমার হাতের তালু তাঁর হাতের তালুর মধ্যে ছিল। (তিনি বললেন,)

((التَّحيَّاتُ لله وَالصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبيُّ وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ)) فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لله صَالِحٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ ((أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)) [رواه البخاري]

“যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষণ হোক।” কেননা, তোমরা এ দুআ করলে, আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর বান্দা ও রাসূল।” (বুখারী ৮৩১)

দোষ-ত্রুটি এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপত্তার এই দুআ আমাদের জন্য, যমীন ও আসমানে বসবাসকারী মানুষ,-মৃত হোক বা জীবিত-

ফেরেশতা এবং জ্বিন সহ আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের জন্যও। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ লক্ষ্য করুন, আপনি যে সকল আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব তিনি আপনাকে দান করবেন।

১১। শেষের তাশাহহুদে নবীর উপর দরূদ পাঠ

নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের নেকী অনেক। সওয়াব দ্বিগুণ। এই নেকীগুলো হল নিম্নরূপ,

(ক) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুকরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب:٥٦]

“আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য দুআ করেন। হে মু’মিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।” (সূরা আহযাব ৫৬)

(খ) দশগুণ পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً)) [رواه مسلم ٤٠٨]

“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম ৪০৮)

(গ) দশটি নেকী লিখা হয় এবং দশটি গোনাহ্ মাফ করা হয়

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ)) وفي لفظ: ((وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ)) وفي رواية: ((وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيْئَاتٍ)) [رواه أحمد]

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেন।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "এবং তার থেকে দশটি গোনাহ্ মিটিয়ে দেন।" অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, "এবং তার থেকে দশটি পাপ দূর করে দেন।" (আহমদ)

১২। সালাম ফিরার পূর্বে দুআ করা

সালাম ফিরার পূর্বে দুআ করা তা কবুল হওয়ার মুহূর্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ফযীলত যদি না হত, তবে এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কেননা, মুসল্লী এ অবস্থায় তার রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে তাঁর সাথে মুনাজাতে ব্যস্ত থাকে। অতএব, তার দুআ কবুল হওয়ার বেশী দাবী রাখে। আলী-ؓ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ...)) وفيه: ((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ)) وفي رواية: ((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ)) [رواه البخاري ٨٣٥ مسلم ٤٠٢]

"যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন সে যেন বলে, 'আত্বাহিয়্যাতো লিল্লাহি' আর এতে রয়েছে, "অতঃপর সে যা চায়, তা যেন নির্বাচন করে নেয়।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "অতঃপর সে যেন তার ইচ্ছামত কোন

দুআ বেছে নেয়।” (বুখারী ৮৩৫-মুসলিম ৪০২)

আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন্ দুআ বেশী শোনা হয়? তিনি বললেন,

((جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ)) [رواه الترمذي ٣٤٩٩]

“গভীর রাতের এবং ফরয নামাযসমূহের শেষাংশে (সালাম ফিরার) পূর্বের দুআ।” (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩৪৯৯) ‘দুবুরুসসলাত’ অধিকন্তু সালাম ফিরার পূর্বের সময়কেই বলে।

নামাযের দ্বিতীয় ধন-ভাণ্ডারের সারাংশ

আমল	নেকী
১। নামাযের ফযীলত	-উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মান জনক রুজি। -গোনাহের কাফফারা ও তা দূরীকরণ। -নামায রহমত। -জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ। -জ্যোতি লাভ। -রাত ও দিনের ফেশতাগণের উপস্থিত হওয়া। (ফজর ও আসরের নামাযে) -জান্নাতে প্রবেশ। (ফজর ও আসরের নামায আদায় করলে। -জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (ফজর ও আসরের নামায পড়লে) -আল্লাহর দায়িত্বে হওয়া। (ফজরের নামায পড়লে) -আল্লাহর দর্শন (ফজর ও আসরের নামায পড়লে)

	-অর্ধরাত কিয়ামের সওয়াব। (এশার নামায জামাতে পড়লে) -পূর্ণ রাত কিয়ামের সওয়াব। (ফজরের নামায জামাতে পড়লে)
২। জামাআতে নামায আদায় করা।	২৭০ নেকী। ২৭×১০=২৭০ নেকী।
৩। নামাযে নম্রতা।	(ক) জান্নাতুল ফিরাদাউস লাভের সফলতা অর্জন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ। (খ) আল্লাহর ভালবাসা লাভ। (গ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন। (ঘ) নামাযের নেকী বর্ধিত হওয়া। (ঙ) গোনাহ মাফ হওয়া এবং প্রচুর নেকী লাভ।
৪। (নামাযের) প্রারম্ভিক দুআ। (দুআয়ে সানা)	আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়।
৫। সূরা ফাতিহা পড়া।	(ক) কুরআনের মহান সূরা পাঠ করা হয়। (খ) এটা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত।
৬। আমীন বলা।	যাবতীয় পাপ মাফ হয়ে যায়।
৭। রুকু করা	পাপসমহ ঝরে পড়ে।
৮। রুকু থেকে উঠে দুআ	(ক) গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

পড়ালে।	(খ) তা লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতাদের তাড়াহুড়ো করা।
৯। সাজদা করা।	-জান্নাত লাভের সফলতা অর্জন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ। -আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর সন্তুষ্টি এবং কিয়ামতের দিন জ্যোতি লাভে ধন্য হওয়া। -মর্যাদা এক ধাপ উন্নত হয় এবং একটি গোনাহ মাফ হয়। -জান্নাতে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সঙ্গ লাভ। -পাপগুলো ঝরে পড়ে। -সেজদার স্থানগুলি আগুন খাবে না। (পাপী মু'মিনদের সেজদার জায়গাগুলি)।
১০। প্রথম তাশাহহুদ।	আল্লাহর যে সকল নেক বান্দাদের জন্য আপনি নিরাপত্তার দুআ করবেন, তার বিনিময়ে নেকী পাবেন।
১১। শেষ তাশাহহুদ এবং নবীর উপর দরূদ পাঠ	(ক) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুকরণ করা হয়। (খ) দশগুণ পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়। (গ) দশটি নেকী লেখা হয় এবং দশটি গোনাহ মাফ করা হয়।
১২। সালাম ফিরার পূর্বে দুআ।	এটা দুআ কবুল হওয়ার সময়।

তৃতীয় ধন-ভাণ্ডার

যিকির-আযকার ও নামাযের পরের কার্যাদি

নামাযের পরের যিকরের শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকারের এবং তার নেকীসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহও বিভিন্ন প্রকারের। তার নেকী ও ফযীলতগুলি নিম্নরূপ,

(ক) গোনাহসমূহ মাফ হয়

৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' এবং একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ----পড়লে কত সওয়াব পাওয়া যায় তা আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছ। রাসূ-লুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) [رواه مسلم ٥٩٧]

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আল হামদু লিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে, তখন এটা মোট ৯৯ হয়। অতঃপর সে একশতবার পূর্ণ করার জন্য 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' পড়ে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের সমান হয়।" (মুসলিম ৫৯৭)

(খ) অনুগ্রহ, উচ্চ মর্যাদা এবং নিয়ামত অর্জন সহ জান্নাতে প্রবেশ ও ১৫০০নেকীও লাভ হয়

'সুবহানাল্লাহ' ১০বার+'আলহামদু লিল্লাহ' ১০বার+এবং 'আল্লাহু আকবার' ১০বার পড়লে তার সওয়াব। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، قَالَ: ((كَيْفَ ذَاكَ؟)) قَالُوْا: صَلُّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوْا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوْا مِنْ فُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ: ((أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُوْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ: تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا))

[رواه البخاري ٦٣٢٩]

হে আল্লাহর রাসূল! প্রাচুর্যের অধিকারীরাতো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তা কিভাবে?" তাঁরা বললেন, তাঁরা নামায পড়ে, যেরূপ আমরা নামায পড়ি। তাঁরা জিহাদ করে, যেরূপ আমরা জিহাদ করি। আর তাঁরা তাঁদের উদবৃত্ত সম্পদ থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয়ও করে। কিন্তু আমাদের সম্পদ নেই। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের খবর দেবো না, যার সাহায্যে তোমরা তাদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, যারা তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হয়ে গেছে এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও অতিক্রম করতে পারবে। আর তোমাদের মত এরূপ নেকী নিয়ে কেউ উপস্থিত

হতে পারবে না, কেবল সে ছাড়া, যে তোমাদের ন্যায় আমল করবে। প্রত্যেক নামাযের পর ১০বার 'সুবহানাল্লাহ' ১০ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে।" (বুখারী ৬৩২৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ-هُمَا يَسِيْرٌ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ: يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ...)) [رواه أبوداود ٥٠٦٥ والترمذي ٣٤١٠]

"দুটি অভ্যাস। যে মুসলিম বান্দাই অভ্যাস দু'টির উপর যত্নবান হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাস দু'টি অতি সহজ। কিন্তু এ দু'টির উপর আমলকারীর সংখ্যা কম। প্রত্যেক নামাযের পর ১০বার 'সুবহানাল্লাহ' ১০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ১০বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ফলে যবানে এর বলার সংখ্যা হবে ১৫০, কিন্তু নেকীর পাল্লায় হবে ১৫০০।" (আবূ দাউদ-তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী ৫০৬৫-৩৪১০)

(১৫০) ১০বার 'সুবহানাল্লাহ' +১০বার 'আলহামদু লিল্লাহ'+১০বার 'আল্লাহু আকবার'=৩০×৫=১৫০ আর নেকীর পাল্লায় ১৫০০ হয় এইভাবে, ১৫০ ×১০=১৫০০ নেকী হবে।

(গ) আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে (জান্নাতে প্রবেশ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَقْبَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ))

[رواه النسائي في السنن الكبرى]

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, মৃত্যু ব্যতীত কোনো জিনিস তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে না।" (ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরা নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্যঃ আসসাহীহ ৯৭২) অর্থাৎ, তার মধ্যে ও জান্নাতে প্রবেশ মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল তার মৃত্যু।

(ঘ) সুন্নত নামায (বাড়ীতে) আদায় করা

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, সুন্নত নামায হল বার রাকআত। উম্মে হাবীবা বিনতে সুফিয়ান-রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) [رواه مسلم٧٢٨]

"যে মুসলিম বান্দাই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয নামাযগুলি ছাড়া বার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করে, তার জন্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। অথবা বলেছেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।" (মুসলিম ৭২৮)

তৃতীয় ধন-ভাণ্ডারের সারাংশ

আমল	নেকী
১। 'সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে,	গোনাহসমূহ মাফ হবে। অনুগ্রহ, উচ্চ মর্যাদা এবং নিয়ামত অর্জিত হবে। জান্নাতে প্রবেশ এবং ১৫০০ নেকী লাভ হবে।
২। আয়াতুল কুরসী পড়লে,	জান্নাতে প্রবেশ করবে।
৩। সুন্নত নামাযগুলি আদায় করলে,	জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৪	উপস্থাপনা
১০	ভূমিকা
১৩	প্রথম ধন-ভাণ্ডারঃ নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
১৪	অযূর পানির সাথে গোনাহ ঝরে যাওয়া
১৭	অযুর পর দুআ পাঠ
১৯	অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়া
২৩	আযানের পরের দুআ পাঠ
২৭	প্রথম কাতারে দাঁড়ানো
২৯	সুন্নত নামাযগুলো আদায় করা
৩১	আযান ও ইক্কামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ করা
৩৩	যিকর ও কুরআন পঠনে মনোযোগী হওয়া
৪২	কাতার সোজা করা
৪৮	নামাযের ফযীলত
৫৫	জামাআতের সাথে নামায আদায় করা
৫৮	‘ইস্তিফতা’-এর দুআ
৫৭	নম্রতা নামাযের নেকী বৃদ্ধি করে
৫৮	‘ইস্তিফতা’-এর দুআ
৫৯	সূরা ফাতিহা পাঠ করা
৬৮	প্রথম ও শেষের তাশাহহুদ
৭০	সালাম ফিরার পূর্বে দুআ করা
৭৪	তৃতীয় ধন-ভাণ্ডার (নামাযের পর যিকির-আযকার